গুজব বিষয়ক নির্দেশিকা: অপ্রমাণিত চিকিৎসা — ক্লোরোকুইন এবং হাইড্রোক্সিক্লোরোকুইন

বর্তমানে ক্লোরোকুইন ও হাইড্রোক্সিক্লোরোকুইন ওষুধ দুটি নিয়ে অনেক আলোচনা হচ্ছে। বিশ্ব নেতারা এই ওষুধগুলোর প্রচারণা চালিয়েছেন, বিজ্ঞানীরা কোভিড-১৯ এর চিকিৎসায় ওষুধগুলোর ভূমিকা নিয়ে গবেষণা করছেন এবং সারা বিশ্বে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে বিভিন্ন মিথ্যা দাবি, ভীতি এবং আতঙ্ক বিরাজ করছে। সংবাদমাধ্যমগুলোও সমানতালে এই অপ্রমাণিত চিকিৎসা পদ্ধতি প্রচার করে চলেছে।

ইন্দোনেশিয়ার রাষ্ট্রপতি জোকো উইদোদো এই ওষুধটি " অন্যান্য দেশে কোভিড-১৯ এর চিকিৎসায় কার্যকর প্রমাণিত হয়েছে" বলার পর দেশটিতে ডাক্তারের পরামর্শ ছাড়াই ক্লোরোকুইন কেনার ধুম পড়ে যায়। যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্প এটি সব কিছু ঘুরিয়ে দিয়েছে বলে যে দাবি করেন, উইদোদো সেই বক্তব্য উল্লেখ করেন। পরবর্তীতে ইন্দোনেশিয়ার রাষ্ট্রপতি তাঁর বক্তব্য বিভ্রান্তিকর ছিলো বলে স্বীকার করেন।

বিভিন্ন অনলাইন ফোরাম এবং টুইটারেও ক্লোলোরোকুইন এবং হাইড্রোক্সিক্লোরোকুইন নিয়ে প্রশ্ন ও মন্তব্য করতে দেখা যায়:

Question Asked 3rd Mar, 2020

Asif Hanif
University of Lahore

Any Prophylaxis for COViD-19?

Along with all available preventive measures (hand wash, social distance, staying home, no travelling etc.) can we take any medication as prophylactic, for example on social media it is said Hydroxychloroquine, chloroquine may prevent (although no scientific evidence is available) as per my search.

تاريخ السودان مُزوّر
@Wa7id_Sakit

Replying to @opiedog8 and @tedlieu

Could've taken chloroquine as covid-19 prophylaxis, ended up with a heart attack.

10:54 AM · Apr 26, 2020 · Twitter for Android

তাহলে এই ওষুধগুলো কি আর আমরা এগুলোর ওপর কিভাবে দায়িত্বশীল প্রতিবেদন করতে পারি?

ক্লোরোকুইন এবং হাইড্রোক্সিক্লোরোকুইন কি?

সম্প্রতি খবরে এসেছে যে ক্লোলোরোকুইন এবং হাইড্রোক্সিক্লোরোকুইন কোভিড-১৯ এর চিকিৎসায় ব্যবহার করা যেতে পারে।

ক্লোলোরোকুইন এবং হাইড্রোক্সিক্লোরোকুইন দীর্ঘদিন ধরে ম্যালেরিয়ার চিকিৎসায় ব্যবহৃত হয়ে আসছে। ১৯৩৪ সালে ওষুধপ্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান বায়ার

এ ওষুধ দুটি রিউমাটয়েড আর্থ্রাইটিস (একটি দীর্ঘমেয়াদী রোগ যার ফলে গিরায় গিরায় ব্যথা, ফোলা দেখা যায় এবং গিরা শক্ত হয়ে যায়) এবং লুপাস (রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থার একটি অসুখ) রোগদুটির চিকিৎসায়ও ব্যবহৃত হয়।

ম্যালেরিয়ার ওষুধ কেন? ভাইরাসের ওপরে কাজ করে?

কোভিড-১৯ হয় সার্স-কভ-২ নামক ভাইরাসের কারণে এবং ক্লোরোকুইন এবং হাইড্রোক্সিক্লোরোকুইন ম্যালেরিয়ার বাহক পরজীবী *প্লাসমোডিয়ামের* বিরুদ্ধে কার্যকর হলেও করোনাভাইরাসের ক্ষেত্রেও একইভাবে কাজ করে কি না তা জানা যায় নি।

এগুলো কি কোভিড-১৯ এর চিকিৎসায় বা কোভিড-১৯ প্রতিরোধে কাজ করে?

চিকিৎসকেরা মনে করেন ক্লোরোকুইন এবং হাইড্রোক্সিক্লোরোকুইন কোভিড-১৯ আক্রান্ত রোগীর দেহ কোষে প্রবেশ করতে এবং বংশবৃদ্ধি করতে বাধা দেবে। এও সম্ভব যে সার্স-কভ-২ ভাইরাস প্রতিরোধ করতে গিয়ে যদি অত্যধিক ব্যবহৃত হয় তাহলে এই ওষুধ রোগীর রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থায় মারাত্মক ওভার রিঅ্যাকশন হ্রাস করতে পারে। গবেষণাগারের গবেষণায় দেখা গিয়েছে যে, ক্লোরোকুইন সার্স-কভ-২ ভাইরাসের কর্মকাণ্ডকে প্রশমিত করতে পারে কিন্তু এর জন্য ডোজ বা মাত্রা সাধারণত বেশি হয়ে থাকে এবং এর ফলে মানবদেহে তীব্র বিষক্রিয়া সৃষ্টি হতে পারে।

তবে কোভিড-১৯ এর চিকিৎসায় ক্লোরোকুইন বা হাইড্রোক্সিক্লোরোকুইনের ব্যবহার নিয়ে এখনো বিতর্ক রয়ে গেছে। এখন পর্যন্ত এ নিয়ে বেশি গবেষণা হয়নি এবং গবেষণার ক্ষেত্রে নানা সীমাবদ্ধতা রয়েছে ও পরস্পরবিরোধী ফলাফল পাওয়া গিয়েছে। সঠিক মাত্রা এবং চিকিৎসার সময়কাল নির্ধারণ, পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া এবং দীর্ঘমেয়াদী প্রভাব জানার জন্য আরও গবেষণা প্রয়োজন।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা বলেছে যে কোভিড-১৯ এর রোগীদের চিকিৎসায় অথবা করোনাভাইরাস ছড়ানো রোধ করার ক্ষেত্রে ক্লোরোকুইন অথবা হাইড্রোক্সিক্লোরোকুইনের কার্যকারিতা নির্ধারণ করার জন্য যথেষ্ট উপাত্ত নেই।

২৪ শে এপ্রিল, যুক্তরাষ্ট্রের খাদ্য ও ওষুধ প্রশাসন (এফডিএ) হৃৎপিণ্ডের স্বাভাবিক গতি ব্যাহত হওয়ার ঝুঁকির কারণে হাসপাতাল অথবা ক্লিনিকাল ট্রায়ালের বাইরে কোভিড-১৯ এর জন্য হাইড্রোক্সিক্লোরোকুইন বা ক্লোরোকুইন ব্যবহারের প্রতি সতর্কতা জারি করেছে।

এফডিএর সতর্কতা বার্তায় কোভিড-১৯ এর চিকিৎসায় বা এ রোগ প্রতিরোধে হাসপাতালে এর ব্যবহারের ফলে হৃৎপিণ্ড সংক্রান্ত জটিলতা এবং মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে বলা জানানো হয়েছে। এফডিএ এ ধরনের সুরক্ষা ঝুঁকি তদন্ত করার প্রত্যয় ব্যক্ত করেছে।

দ্য ইনফেকশাস ডিজিজ সোসাইটি অব আমেরিকা, দ্য আমেরিকান কলেজ অব কার্ডিওলজি, এবং দ্য যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউটএর প্রত্যেকে পরামর্শ দিয়েছে যে যতদিন পর্যন্ত না আরও প্রমান পাওয়া যাচ্ছে যে এই ওষুধগুলো কোভিড-১৯ এর চিকিৎসায় নিরাপদ ও কার্যকর ততদিন রোগীরা কেবলমাত্র ক্লিনিকাল ট্রায়ালের অংশ হিসেবে ক্লোরোকুইন বা হাইড্রোক্সিক্লোরোকুইন গ্রহণ করবেন।

কোভিড -১৯ রোগীর হার্ট, লিভার বা কিডনির সমস্যা থাকলে পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ার ঝুঁকি বেশি থাকে এবং ভাইরাসটির মানবদেহে এই অঙ্গগুলিকেও প্রভাবিত করার বিচ্ছিন্ন প্রতিবেদন রয়েছে। ব্রাজিলে সাম্প্রতিক এক সমীক্ষায় দেখা যায় অংশগ্রহণকারীদের ক্লোরোকুইনের উচ্চ মাত্রা দেওয়ার পরে হার্টের অনিয়মিত হারের কারনে ক্লোরোকুইন বন্ধ করে দিতে হয়েছিল।

কোভিড-১৯ এর চিকিৎসার জন্য ক্লোরোকুইন এবং হাইড্রোক্সিইক্লোরোকুইনের ব্যবহার পরীক্ষা করার জন্য ইতিমধ্যে ২০ টিরও বেশি ক্লিনিকাল ট্রায়াল নিবন্ধিত হয়েছে। কিভাবে ক্লিনিকাল ট্রায়াল সম্পর্কে দায়িত্বশীল প্রতিবেদন তৈরি করতে হয় সে সম্পর্কে পরামর্শের জন্য এখানে দেখুন।

এই ওষুধগুলির ব্যাপারে প্রতিবেদন করার সময় যত্নশীল হওয়া দরকার কেন?

মানুষ এই অপ্রমাণিত ওষুধ ব্যবহার করার কারণে এই ওষুধগুলোর সরবরাহ দ্রুত ফুরিয়ে আসছে। যুক্তরাজ্য, থাইল্যান্ড এবং ফ্রান্সে এ ওষুধগুলোর সরবরাহ ঘাটতির কথা জানা যাচ্ছে। এটি দুটি কারণে বিপজ্জনক:

- এর ফলে রিউমাটয়েড আর্থারাইটিস এবং লুপাস রোগে আক্রান্ত লক্ষ লক্ষ মানুষ তাদের প্রয়োজনীয় ওষুধের অভাবে ভুগতে পারেন।
- এর ফলে মানুষ নিজে নিজে ও ওষুধ গুলো ব্যবহার করতে পারে যার পরিণতি মারাত্মক হতে পারে

নিজে নিজে ওষুধ সেবন করা কেন বিপজ্জনক?

কোভিড-১৯ থেকে বাঁচার জন্য নিজে নিজে ক্লোরোকুইন এবং হাইড্রোক্সিক্লোরোকুইনের ব্যবহার বিপজ্জনক হতে পারে। এ উভয় ওষুধ চিকিৎসকের পরামর্শ ছাড়া ব্যবহারের ফলে চোখের সমস্যা ছাড়াও নড়াচড়া এবং মাংশপেশির সমস্যা হওয়ার কথা জানা যায়। অন্যান্য পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ার মধ্যে রয়েছে কার্ডিওমাইওপ্যাথি বা দেহের বিভিন্ন অংশ রক্ত পরিবহন করতে হৃৎপিণ্ডের ব্যর্থ হওয়া এবং এর ফলে হৃদক্রিয়া বন্ধ হয়ে যেতে পারে। অতিরিক্ত মাত্রায় ক্লোরোকুইন প্রয়োগের ফলে কোনো কোনো রোগীর ক্ষেত্রে মারাত্মক কার্ডিয়াক অ্যারিথমিয়া হতে পারে। এই ধরনের ক্ষেত্রে, রোগীর হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন অতি দ্রুত, অতি ধীরে, অতি আগে অথবা অনিয়মিত হতে পারে।

যাদের কিডনির সমস্যা রয়েছে তারা চিকিৎসকের পরামর্শ ছাড়া ক্লোরোকুইন এবং হাইড্রোক্সিক্লোরোকুইন ব্যবহার করলে কিডনির প্রস্রাব এবং বর্জ্য নিঃসরণ করার ক্ষমতা বন্ধ হয়ে যেয়ে জটিলতা সৃষ্টি হতে পারে এবং এর ফলে কিডনি নষ্ট হয়ে যেতে পারে

ক্লোরোকুইনের বিষক্রিয়ার সবচেয়ে পরিচিত ঘটনাটি ঘটে আরিজোনার এক দম্পতির ক্ষেত্রে যারা কোভিড-১৯ এ মৃত্যুর ভয়ে নিজেরা মাছের ট্যাংক পরিষ্কার করার কাজে ব্যবহৃত ক্লোরোকুইন ফসফেট গ্রহণ করেন। লোকটি মারা যায় এবং তার স্ত্রীর অবস্থা এখনো শঙ্কাজনক।

সাংবাদিক হিসেবে আপনি কিভাবে ভয় বা আতঙ্ক সৃষ্টি না করে এবং ঝুঁকিপূর্ণ আচরণে উৎসাহিত না করে ক্লোরোকুইন এবং হাইড্রোক্সিক্লোরোকুইন ওপরে প্রতিবেদন তৈরি করবেন?

বিশ্বস্ত চিকিৎসকদের **কাছ থেকে প্রাপ্ত তথ্য প্রচার করুন:** রাজনীতিবিদদের মতো চিকিৎসক এবং গবেষকরা জনসমক্ষে কথা বলার জন্য সাধারণত কোনো মাধ্যম পান না। কুশলতার সাথে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের বক্তব্য প্রচার করুন এবং তথ্য যাতে আপনার পাঠকের জন্য বোধগম্য, প্রাসঙ্গিক এবং সরল ভাষায় প্রকাশিত হয় তা নিশ্চিত করতে তাদের সাথে কাজ করুন।

সত্যের ক্ষেত্রে আবেগকে প্রাধান্য দেবেন না: যেমন - অনেকে করোনভাইরাসের কারনে তার কোনো আত্মীয়কে হারিয়েছেন এটি এ সংকটের মানবিক দিক। এ ধরনের আবেগের বশবর্তী হয়ে ক্লোরোকুইন অথবা অন্য কোনো সহজলভ্য ওষুধ ব্যবহারের পরামর্শ প্রচার করবেন না। করোনাভাইরাসে আক্রান্ত ব্যক্তিদের বন্ধু এবং আত্মীয়স্বজনরা বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক বা বিজ্ঞানী নন। তারা অসহায় অবস্থায় রয়েছেন এবং তাদের বক্তব্য আপনার প্রতিবেদনের মূল বিষয় হওয়া উচিত নয়।

ট্রায়ালগুলির সীমাবদ্ধতাগুলি কি জানুন: বর্তমানে কোভিড-১৯ এর প্রতিরোধ এবং চিকিৎসার জন্য শত শত ওষুধের ট্রায়াল চলছে, এর মধ্যে অনেক ট্রায়ালই হয়তো তাড়াহুড়া করে করা হচ্ছে এবং প্রাপ্ত ফলাফলের ক্ষেত্রে হয়তো প্রথাগত পদ্ধতি এবং মূল্যায়ন অনুসরণ করা হয় নি। কিভাবে ক্লিনিকাল ট্রায়ালগুলি নিয়ে দায়িত্বশীলতার সাথে প্রতিবেদন তৈরি করবেন সে সম্পর্কে আরও পরামর্শ পেতেএখানে দেখুন।

সাংবাদিক হিসেবে আপনি কিভাবে ভয় বা আতঙ্ক সৃষ্টি না করে এবং ঝুঁকিপূর্ণ আচরণে উৎসাহিত না করে ক্লোরোকুইন এবং হাইড্রোক্সিক্লোরোকুইন ওপরে প্রতিবেদন তৈরি করবেন? (চলমান)

বিচক্ষণ হোন। ক্লোরোকুইন বা হাইড্রোক্সিক্লোরোকুইন নিয়ে প্রতিবেদন তৈরি করার সময় আপনার পাঠকদের সকলকে একটি শ্রেণিতে ফেলে বিবেচনা করবেন না। উচ্চ মাত্রায় ব্যবহার প্রাপ্ত বয়স্কদের জন্য বিপজ্জনক হলেও, ১-২ গ্রামের মতো অল্প মাত্রায় এর ব্যবহারও ছোট শিশুদের জন্য জীবনঘাতি হতে পারে।। এখানে চাহিদা রয়েছে, তাই যত্নশীল হওয়া প্রয়োজন।

বিশেষণ ব্যবহারের ক্ষেত্রে সতর্ক হোন: সরল সহজ সত্য প্রকাশ করুন। 'আশ্চর্য ওষুধ' বা 'অব্যর্থ ওষুধ' এই ধরনের শব্দ চয়ন করে আপনার লেখাকে আকর্ষণীয় করবেন না।

ভালো তথ্যের স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলুন: সাংবাদিক হিসেবে বিকাল পাঁচটায় আপনার ল্যাপটপ বন্ধ করার সাথে সাথে আপনার দায়িত্ব শেষ হয়ে যায় না। আপনি সোশ্যাল মিডিয়াতে কোনো কিছু শেয়ার করার বা পছন্দ করার আগে যাচাই করে নিন এবং নিশ্চিত করুন যে এ ধরনের তথ্য আপনার ব্যক্তিগত অ্যাকাউন্টেও রাখছেন।অবিশ্বাস্য বা অযাচাইকৃত উৎস থেকে নিবন্ধ বা তথ্য ফরোয়ার্ড করার জন্য প্রলুব্ধ হবেন না।

ভুল তথ্য দেখলে ব্যবস্থা নিন: যদি আপনি অনলাইনে ভুল তথ্য দেখেন বা দেখেন যে আপনার বন্ধু-বান্ধব বা পরিবারের সদস্যরা ভুল তথ্য শেয়ার করছে, তাহলে আপনার দায়িত্ব তাদের সঠিক তথ্য নির্দেশ করা। বিতর্ক শুরু করার প্রয়োজন নেই।

এই নির্দেশিকার লিটারেচার রিভিউয়ের ক্ষেত্রে এভিডেন্স এইড সহায়তা করেছে। আপনার যদি কোনো প্রশ্ন থাকে, যদি কোনো রিসোর্সের অনুরোধ করতে চান অথবা কোনো মতামত থাকে বা জানতে চান যে আমাদের টুলস গুলো কখন ব্যবহার করা উপকারী, তাহলে আমাদের covid-19@internews.org *ঠিকানায় ইমেইল করুন*